বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 02 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

29

প্রসঙ্গ শিক্ষার জন্য খাদ্য

বাংলাদেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট জোর দিয়েছে। শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অর্থ বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। বস্তুতপক্ষে প্রাথমিক পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণে কার্পণ্য করছে না। তবে দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। কেবল শিক্ষিতের হারই নয়, সাক্ষরতার হারও আশানুরূপ হারে বাড়ছে না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা দরকার যে, আমাদের দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি না হওয়ার অন্যতম কারণ হিসাবে দারিদ্র্যকেই প্রধানত চিহ্নিত করা হয়েছে।

দারিদ্র্যের কারণে আমাদের দেশের শিক্ষিতের হার বাড়ছে না, আবার অশিক্ষিত জনসংখ্যার কারণেও প্রকৃত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন হচ্ছে না—দারিদ্র্যও ঘুচছে না।

বাংলাদেশের এহেন অবস্থাকে অতিক্রম করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীকে অধিক মাত্রায় সংপৃক্ত করা আবশ্যক বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করে। এ কথাকে মনে রেখে বর্তমান সরকার শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীসহ খাদ্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিয়ে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করেছে। উল্লেখ্য, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী '৯৩-৯৪ সালে প্রথম শুরু করা হয়। দেশের ৪টি সিটি কর্পোরেশনের বাইরে ৬৪টি জেলার ৪শ' ৬০টি নির্বাচিত ইউনিয়ন নিয়ে এই কর্মসূচী আরম্ভ করা হয়। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী করা। এই কর্মসূচী আশানুরূপ না হলেও অনেকাংশে সাফল্য অর্জন করেছে। তবে এই কর্মসূচীর সঙ্গে খাদ্য নামের মহার্ঘ বস্তুটি জড়িত থাকার কারণে কর্মসূচীটি শুরুর লগ্নেই দুর্নীতি নামের রাহুর কবলে পতিত হয়। খাদ্যের জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর গম আত্মসাত সংক্রান্ত অসংখ্য অভিযোগের সংবাদ সংবাদপত্রে ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও প্রকাশিত হচ্ছে।

সম্প্রতি এমনি একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সহযোগী এক পত্রিকায়। উক্ত সংবাদেও শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীতে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীতে দুর্নীতি দেখা দিলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনে করে যে, এ কর্মসূচী বহুলাংশে সুফল বয়ে আনছে। তাই বর্তমান সরকার এই কর্মসূচী ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করে। পূর্বোক্ত ৪৬০টি ইউনিয়নের সাথে প্রত্যেক থানার আরও একটি ইউনিয়ন নিয়ে ৯২০টি ইউনিয়নকে প্রকল্পভুক্ত করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য এই কর্মসূচী সম্প্রসারণ করার ফলে দুর্নীতি, অনিয়ম ও গণকেলেঙ্কারিকেও অনুরূপভাবে সম্প্রসারিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

উল্লেখ্য যে, এই কর্মসূচীর সূচনাপর্বে দুর্নীতি ও কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় প্রকল্প প্রণেতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ কনসাল্টিং ফার্ম দ্বারা মূল্যায়ন করার প্রস্তাব রেখেছিল। কিন্তু সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বিবেচনায় তা অগ্রাহ্য হয়েছে বলে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে।

এই কর্মসূচী অনুসারে নির্বাচিত দরিদ্র পরিবারের এক শিশুর জন্য মাসে ১৫ কেজি ও একাধিক শিশুর জন্য অনধিক ২০ কেজি গম অথবা সমমূল্যের চাল প্রদান করা হয়ে থাকে। এই গম এবং চাল নিয়ে থানার টিএনও, থানা শিক্ষা অফিসার, সহকারী শিক্ষা অফিসার, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, স্কুলের শিক্ষক ও ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় প্রভাবশালী মহল নানাভাবে কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ করে বলে সংবাদে অভিযোগ করা হয়েছে।

এই কর্মসূচীর আওতাভুক্ত গম বা চাল নিয়ে যে দুর্নীতি ও কারচুপি চলছে তা বর্তমান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ অবহিত আছে এবং সরকারের উচ্চতর পর্যায়েও বিষয়টি অজানা নয়। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, এই কর্মসূচীকে সফল করার লক্ষ্যে এই দুর্নীতি দূর করার কোন সুষ্ঠু উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে না। পক্ষান্তরে কর্মসূচীকে আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করে দুর্নীতিকে আরও ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করা হবে বলে পর্যবেক্ষক মহল মন্তব্য করছে। এছাড়াও এই বিশেষ কর্মসূচীর অন্তরায় আরও রয়েছে। কর্মসূচীর আওতাভুক্ত বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে প্রায় সপ্তাহের চারদিন গম উত্তোলন ও ডিও সংগ্রহ করার জন্য থানা ও জেলা সদরে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকতে হয়। ফলে শিক্ষকরা বাধ্য হয়ে ক্লাস নেয়ার চেয়ে খাদ্য সংগ্রহকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

এক কথায় শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীকে বাস্তবায়ন করতে হলে কর্মসূচীকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করে দুর্নীতিমুক্ত করা দরকার। না হলে কর্মসূচীর খাদ্যে পেট ভরবে স্বার্থান্বেষী মহলের। প্রকৃত শিক্ষার্থীরা শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত হবে, খাদ্য থেকেও বঞ্চিত হবে। পাশাপাশি কর্মসূচী চলতেই থাকবে, সম্প্রসারিত হবে কিন্তু শিক্ষার অগ্রগতি যে মোটেই হবে না—একথা না বললেও চলে।